দৈনিক সংবাদ

12

তারিখ 30 NOV. 199[illegible]
পৃঃ ৭ কলাম ৫

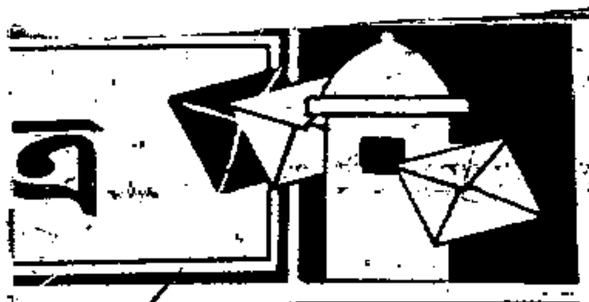

ত্র

সম্পাদক দায়ী নন

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সন্ত্রাস

ছাত্র ও শিক্ষাঙ্গন সমাজের এবং জাতির অবিচ্ছেদ্য এক অংশ বা অঙ্গ। সেখানেই বিদ্যমান বা বিরাজমান সন্ত্রাস। ছাত্রদের ছাত্র রাজনীতির সোনালী ইতিহাস আছে, বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা। সর্বদাই সফলতা লাভ করেছে ছাত্র রাজনীতি। তারা কখনো অতীতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল না। বর্তমানে যে সন্ত্রাস বিরাজমান তা দুই প্রকার যথাঃ (১) কালো (ব্ল্যাক) সন্ত্রাস। (২) সাদা (হোয়াইট) সন্ত্রাস।

(১) কালো (ব্ল্যাক) সন্ত্রাস ঃ এটা কারণের উপর ভিত্তি করে তিন প্রকার যথা ঃ (ক) আগ্রাসন ও আধিপত্য বিস্তারমূলক, (খ) নারী ও অর্থ সংক্রান্ত, (গ) অন্যান্য সুযোগ–সুবিধাসংক্রান্ত।

(২) সাদা (হোয়াইট) সন্ত্রাস ঃ এটার আর কোন প্রকার নেই। কারণ হিসেবে এটা সর্বদাই প্রথম প্রকারের সন্ত্রাস প্রতিহত করতে গিয়ে কিংবা প্রতিবাদ করতে গিয়ে কিংবা দমন করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রথম প্রকারের সন্ত্রাসই এরূপ সন্ত্রাসের সৃষ্টিতে সহায়ক। তাই বলা হয়ে থাকে একটি সন্ত্রাস আরেকটি সন্ত্রাসের জন্ম দেয়।

প্রতিটি বিষয়কে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করলেই তার প্রকৃতি, কারণ, প্রতিকার করা সম্ভব। ছাত্র থাকবে, ছাত্র রাজনীতি থাকবে, ছাত্ররা যেকোন মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি চর্চাও থাকবে। থাকবে না শুধুমাত্র ছাত্র সন্ত্রাস। শিক্ষাঙ্গন ও ছাত্রসমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে।

মাথায় ব্যথা হলে ধড় থেকে মাথা কেটে ফেলা দেয়া যায় না। ব্যথার সুচিকিৎসা করতে হয়। ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ করাটা ছাত্রসমাজের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও অনধিকার চর্চা। বাংলাদেশে শ্রমিকরা ক্রমবর্ধমান হারে সন্ত্রাস করতে থাকলে শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা যাবে না। সন্ত্রাসমুক্তকরণ আর রাজনীতিমুক্তকরণ এক কথা নয়। কেউ যদি মনে করেন গণসংগঠনের লেজুড় বৃত্তিক রাজনীতি করার কারণে সন্ত্রাস করে, তাহলে আমি বলব ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ না করে গণসংগঠনের রাজনীতি নিষিদ্ধ করলেও ছাত্র সন্ত্রাস বন্ধ হবে। কারণ এক্ষেত্রে গণসংগঠনগুলোই ছাত্রদের সন্ত্রাস করায়, ছাত্ররা নিজে থেকে করে না। অন্যদিকে রাজনীতির ইতিহাসে ছাত্র রাজনীতি গৌরবোজ্জ্বল। ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে সব সরকারই অঙ্গীকার করেন কালো আইন বাতিল হবে, বিচার বিভাগ স্বাধীন হবে, পুলিশ প্রশাসন স্বায়ত্তশাসন পাবে, প্রচার মাধ্যম স্বাধীন হবে; কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে ভুলে যান। তেমনি বুঝতে হবে ক্ষমতায় গিয়ে সব সরকারই চায় ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে সন্ত্রাসের উছিলায়। কারণ স্বৈরাচার ও একনায়ক সরকারের জন্য সর্বদাই হুমকি ও দুশ্চিন্তা ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ। অথচ কোন সরকারই ক্ষমতার বৈতরণী পাড়ি দিতে পারেননি ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ ছাড়া। ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য বিশাল ক্ষমতা দরকার, সেই বিশাল ক্ষমতার সামান্য একটু প্রয়োগ করলেই ছাত্রসন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, শ্রেণীবিন্যাস বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি, মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র সন্ত্রাসী কাজে অংশ নেয়, গোটা ছাত্রসমাজ এর জন্য দায়ী নয়। এক্ষেত্রে সাধারণ অপরাধী ও অপরাধ দমন নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানসমূহই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে দণ্ডবিধি আইন ও প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। তবে নীতি–মালায় থাকতে হবে সততা, নিরপেক্ষতা, ছাত্রসমাজের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালবাসা।

ওয়াহাব ফকির
প্রশিক্ষক/ব্যবস্থাপক
কমপ্যাক কম্পিউটিং সার্ভিসেস
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ